লাক্স-আনন্দধারা মিস্ ফটোজেনিক বাংলাদেশ ২০০২

কুসুম সিকদার : লাক্স-আনন্দধারা মিস্ ফটোজেনিক বাংলাদেশ ২০০২

লিখেছেন **আরিফ খান**

'ইট ওয়াজ অ্যা গ্রেট প্রোগ্রাম', 'ভাবতে ভালোই লাগছে, আমাদের দেশে এখন এমন আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান হচ্ছে'- এমনই ছিল উপস্থিত দর্শকদের মন্তব্য। ১১ অক্টোবর শুক্রবার পড়ন্ত বিকেল থেকেই সুধী সমাগম ঘটছিল। আন্তর্জাতিক মানের অডিটোরিয়াম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ভিড় জমেছিল শোবিজ তারকা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সুধী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসহ সাধারণ দর্শকদেরও।

সম্মেলন কেন্দ্র বা তার চত্বরই নয়, সাজ সাজ রব পড়েছে মেইন রাস্তার আরো মাইল খানেক আগ থেকে। লাক্স-আনন্দধারার স্লোগান সমৃদ্ধ ব্যানার, ফেস্টুন দিয়ে সাজানো রাস্তার দু'পাশ। মূল ভবনের বাইরের মেইন গেইট থেকেই কড়া নিরাপত্তা। স্টিকার লাগানো গাড়ি বা কার্ড হাতে থাকলেই ঢোকার অনুমতি পাচ্ছেন দর্শক। মেইন ভবনের প্রবেশ পথ ইকোবেনায় সাজানো। বসানো হয়েছে সিকিউরিটির কড়া বেষ্টনী। এই বেষ্টনী পেরিয়ে বিশাল লবি। যাতে সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে দশ ফটোজেনিকের ফটোগ্রাফ। সাজানো রয়েছে ইকোবেনা নানা রূপ। এখানেই আয়োজন করা হয়েছে হাইটির। দর্শকরা লবিতে প্রবেশ করে হাইটিতে অংশ নেয়ার পাশাপাশি মেতে উঠেছেন নানা গল্পে, নানা আলোচনায়। ছবি দেখে অনুমান করতে চাইছেন কে হবেন মিস ফটোজেনিক ২০০২।

হাইটির পর দুই গ্যালারিতে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করছেন দর্শক। মূল অডিটোরিয়ামের ওপরে ছিল ৭০০ দর্শকের বসার ব্যবস্থা। নিচে প্রায় ৬০০। দর্শকদের কার্ড চেক করার পাশাপাশি তাদের দেয়া হচ্ছে লিভারের পক্ষ থেকে সুদৃশ্য প্যাকিং করা লাক্স-এর সেট।

অডিটোরিয়ামে প্রবেশ মাত্রই দর্শক চমকে উঠছেন পঙ্কজ নিনাদের করা সুদৃশ্য সেট দেখে। নীল আবরণে ঢাকা বিশাল সেটের দু'পাশে রয়েছে প্রজেক্টর। সেটে ব্যাকগ্রাউন্ডে বিশাল কালো পর্দায় তারার আলোর ঝলকানি। অনেক দর্শকের মন্তব্য, ভেতরে

প্রথম রানারআপ ফারহানা দীপ্তি

দ্বিতীয় রানারআপ সোনিয়া হোসেন টিনা

চতুর্থ : ইশনাত জেরিন উর্মি

পঞ্চম : তানিন তানৃহা রহমান স্নিগ্ধা

ষষ্ঠ : শ্রাবন্তী দত্ত তিন্নী

সপ্তম : নীলা নাজনীন

অষ্টম : তেরেসা মুস্তাফিজ চৈতী

নবম : সাজিয়া আফ্রিন

দশম : মুমতাজ আলীয়া আকবরী প্রত্যাশা

ঢুকেই মনে হলো অন্য কোনো জগতে এসেছি।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। ১৫ মিনিট দেরিতে অনুষ্ঠান শুরু হলো একটি চমক দিয়ে। কোনো ঘোষণা ছাড়াই আনিসুল ইসলাম হীরুর পরিচালনায় ও একদল নৃত্যশিল্পীসহ তার পরিবেশনায় শুরু হয় নৃত্য। জমকালো এই নৃত্যের পর মঞ্চে আসেন অনুষ্ঠান উপস্থাপক আফজাল হোসেন। কালো স্যুট পরা তার ব্যক্তিত্বময় উপস্থিতি আর ভরাট কণ্ঠে দর্শক নড়েচড়ে বসেন তার কথা শোনার জন্য।

মঞ্চে উঠে স্বাগত বক্তব্য। এরপরেই আহ্বান করা হয় দশ ফটোজেনিককে। দশ ফটোজেনিক শাহরুখ আমীন টিংকুর ডিজাইন করা ড্রেস পরে মঞ্চে ওঠেন। পরিবেশন করেন একটি চমৎকার ক্যাটওয়াক। এরপর আবারো উপস্থাপক মঞ্চে। আহ্বান করেন আধুনিক গান পরিবেশনের জন্য বাপ্পা মজুমদারকে। এরপরেই মঞ্চে আসেন শাফিন আহমেদ। তার গানের পর মঞ্চে আসেন আফজাল। মঞ্চে ডাকেন পাঁচ সুন্দরীকে। মঞ্চে পাশের প্রোজেক্টে শো-রিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় তাদের পরিচিতি, পছন্দ, অপছন্দ ও স্বপ্নের কথা। এই এভির পর মঞ্চে আসেন জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ। না, জাদু নিয়ে নয়, তার মনোমুগ্ধকর বাঁশির সুরের তালে আনিসুল ইসলাম হীরুর পরিচালনায় নাচ। দর্শক অনবদ্য এই পারফরমেন্স মুগ্ধ হয়ে দেখেন। এর পরেই মঞ্চে আসেন বাকি পাঁচ সুন্দরী-তাদের পরিচিতি নিয়ে এভির মাধ্যমে। উপস্থাপক এরপর মঞ্চে ডাকেন ঈশিতা ও লিখনকে। ঈশিতার গানে তার ও লিখনের নাচ। এরপর আরেকটি আকর্ষণীয় পর্ব। পিএইচডি পাওয়া ভায়োলিন বাদক রূপসী মমতাজের অনবদ্য ভায়োলিন বাদন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করলেন দর্শক এ পর্বটি। এরপর উপস্থাপক মঞ্চে ডাকেন ফেরদৌস ও তিন ফটোসুন্দরী চিত্রনায়িকা পপি, মিস ফটোজেনিক ২০০০ মিলা হোসেন ও মিস ফটোজেনিক ২০০১ শুভ্রা দাশকে। এই চারজন দর্শকদের উপহার দেন ভিন্ন মাত্রার এক বিনোদন। যা দর্শক উপভোগ করে রেসপন্স করেন বিপুল করতালির মাধ্যমে। তিন দশকের তিনটি জনপ্রিয় গান নিয়ে ছিল এ পর্বটি।

এর পরের পর্বে দশ ফটোজেনিক মুখোমুখি হন প্রশ্ন-উত্তর পর্বে। আফজাল হোসেনের নানা রকম বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের জবাব দেন বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দশ ফটোজেনিক। এ পর্বটিও দর্শক বেশ উপভোগ করেন। এরপর ডুয়েট গান নিয়ে মঞ্চে আসেন সুমনা হক ও জুয়েল। এর পরেই মঞ্চ কাঁপিয়ে যান শিবলী মোহম্মদ ও শামীম আরা নীপা ৪০ জন সহশিল্পী নিয়ে এক ব্যতিক্রমী নাচের মাধ্যমে। আবারো ক্যাটওয়াক। শেষবারের মতো দশ ফটোজেনিক উঠলেন মঞ্চে। তারা নেমে যাওয়ার পর মঞ্চে আসেন নবাগত গায়িকা তিশমা। সে তার ব্যতিক্রমী গায়কী দিয়ে ঝড় তোলেন, দর্শকদের মাঝেও। এই ঝড় থামতে না থামতেই মঞ্চে আসেন ব্ল্যাক

ফটোসেশনে দুই রানারআপ নিয়ে মিস্ ফটোজেনিক

ডায়মন্ড বেবী নাজনীন। এই গানটির উপস্থাপনায়ও ছিল ভিন্ন মাত্রা। এরপর উপস্থাপক আফজাল হোসেন মঞ্চে নিয়ে আসেন দুই জনপ্রিয় তারকা ফেরদৌস ও পপিকে। তাদেরকে দিয়ে করিয়ে নেন এক দুরূহ কাজ। প্রথম দফায় দশ ফটোজেনিক থেকে ছয় জনের নাম ঘোষণা। বেশ নাটকীয়ভাবে এই দুই তারকা মঞ্চে ডাকেন ফারহানা দীপ্তি, সোনিয়া হোসেন টিনা, কুসুম সিকদার, শ্রাবন্তী দত্ত তিন্নী, তানিন তানহা রহমান স্নিগ্ধা ও ইশনাত জেরিন উর্মিকে।

এ পর্বের পর আফজাল হোসেন মঞ্চে আহ্বান করেন তিন কণ্ঠশিল্পী তপন চৌধুরী, কুমার বিশ্বজিৎ ও আইয়ুব বাচ্চুকে। তিনজনই কালো পোশাক পরে মঞ্চে আসেন। প্রতিযোগিতার জয়-পরাজয় নিয়ে তারা পরিবেশন করেন একটি চমৎকার গান।

গানটির পর শেষ হয় অপেক্ষার পালা। উপস্থাপক মঞ্চে ডাকেন তিন সাবেক ফটোজেনিক অপি করিম, মিলা হোসেন ও শুভ্রা দাশকে।

অপি করিম নাম ঘোষণা করেন দ্বিতীয় রানারআপ প্রথম রানারআপ ও লাক্স-আনন্দধারা মিস ফটোজেনিক বাংলাদেশে ২০০২-এর নাম। এরা হলেন যথাক্রমে সোনিয়া হোসেন টিনা, ফারহানা দীপ্তি ও কুসুম সিকদার। পিন পতন শব্দে নাম তিনটি ঘোষণার পর করতালিতে মুখরিত হয় পুরো অডিটোরিয়াম। তাদের স্যাস পরিয়ে দেন মিলা হোসেন। আর শুভ্রা দাশ নিজ মাথার ক্রাউন খুলে পরিয়ে দেন কুসুম সিকদারকে। এভাবেই শেষ হয় শ্বাসরুদ্ধকর সোয়া ২ ঘন্টার অনুষ্ঠান।

পুরো অনুষ্ঠানকে ভাগ করা হয়েছিল লাক্স-এর চারটি রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে চারটি থিমে। এই চার থিমে ছিল হানি কালার, হোয়াইট, পিংক ও ব্ল্যাক। দশ ফটোজেনিক চার থিমে পরেছিলেন দেশের খ্যাতিমান চার ড্রেস ডিজাইনারের পোশাক। হানি কালার থিমে ছিল শাহরুখ আমীন টিংকুর ড্রেস, হোয়াইট থিমে আনিলা হক, পিংক থিমে হুমায়রা ও ব্ল্যাক থিমে কুহু। আকর্ষণীয় ডিজাইনের নানা পোশাকে দশ ফটোজেনিকের মঞ্চ উপস্থিতি হয়ে উঠেছিল আরো আকর্ষণীয়।

প্রথম তিন জনের অনুভূতি

কুসুম সিকদার। লাক্স-আনন্দধারা মিস ফটোজেনিক বাংলাদেশ ২০০২ নির্বাচিত হয়েছেন। ৭,৯৩৫ জন প্রতিযোগীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথম অবস্থান অর্জন করা। কেমন অনুভূতি কুসুম সিকদারের, জানতে চাইলে এক শব্দে বললেন, সাংঘাতিক। ভাবতেই পারিনি প্রথম হব। ভেবেছিলাম এ অবস্থানটি হবে উর্মির। কিন্তু নিজের নাম শোনা মাত্র কেমন যেন হয়ে পড়েছিলাম। সত্যি অসাধারণ। বিশাল একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অভিষেক সত্যিই দারুণ।

ফটোজেনিকদের ফলাফল ঘোষণার আগে নায়ক ফেরদৌস, উপস্থাপক আফজাল হোসেন ও নায়িকা পপি

শিবলী মোহাম্মদ ও শামীম আরা নীপা'র নৃত্যাঞ্চলের পরিবেশনা

ইস্... উপস্থাপক আফজাল হোসেন

প্রথম রানারআপ হয়েছেন ফারহানা দীপ্তি। তিনি অনুভূতি প্রকাশে বলেন, 'এত প্রতিযোগীর মধ্যে আমি দশজনের একজন ছিলাম। এতেই আমি সন্তুষ্ট। পরের ধাপে দ্বিতীয় অবস্থানে যেতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।

দ্বিতীয় রানারআপ বিজয়ী সোনিয়া হোসেন টিনা বলেন, তিন জনের মধ্যে থাকবো এমন একটা আশা ছিল। আশানুরূপ রেজাল্ট পেয়েছি। ভীষণ খুশি। অবশ্য আরো খুশি হতাম প্রথম হলে। তবে আমার মনে হয়, বিজ্ঞ বিচারক ঠিক রায়টি দিয়েছেন।

প্রস্তুতি পর্ব

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলেন দশজন। এই শীর্ষ দশ ফটোজেনিক-২০০২কে নিয়ে মূল অনুষ্ঠান হলো গত ১১ অক্টোবার শুক্রবার। ঢাকার সবচেয়ে সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য অডিটোরিয়াম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছে এবারের অভিষেক অনুষ্ঠান। পুরো অনুষ্ঠানটিকে মনোজ্ঞ করে তোলার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয় প্রায় মাস দুয়েক আগে। নানান মত, জানান চিন্তা, নানান রকম পরিকল্পনা। সবাই একমত, এরপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এভাবেই

নিশ্ছিদ্র সতর্কতায় প্রবেশদ্বার

সাংবাদিকদের উৎফুল্ল আড্ডা

ব্যাকস্টেজের কারিগর

এগিয়ে যায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। দশ ফটোজেনিক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর শুরু হয় তাদেরকে মূল অনুষ্ঠানের মঞ্চে ওঠানোর প্রস্তুতি পর্ব। আর এই গুরুদায়িত্ব পড়ে মডেল, কোরিওগ্রাফার তুপার ওপর। দশ দিন ধরে প্রতিদিন গড়ে ৪/৫ ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেন দশ ফটোজেনিককে। পাঁচটি মিউজিকের ওপরে পাঁচটি ক্যাটওয়াকের মাধ্যমে এই দশ ফটোজেনিককে উপস্থাপন। সঙ্গে অমিতাভ রেজার পরিচালনায় ১০টি শোরিলের মাধ্যমে তাদের পরিচিতি আর স্বপ্নের কথা তুলে ধরা।

ফটোজেনিকদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান আরো মনোজ্ঞ করে তোলার জন্য আয়োজন করা হয় কালচারাল শো। দেশের প্রতিষ্ঠিত তারকা শিল্পীদের নাচ, গান ও অন্যান্য আইটেম দিয়ে এই অনুষ্ঠান সাজানো হলেও বরাবর লক্ষ্য করা হয় এরই মধ্যে ভিন্নতা আনার। এবারও সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পরিকল্পনা করা হয় এই অনুষ্ঠানের।

জাদুশিল্পী জুয়েল আইচের বাঁশির সঙ্গে আনিসুল ইসলাম হীরুর নাচ, শিবলী-নীপার ব্যতিক্রমী নাচ, বেবী নাজনীনের গানের সঙ্গে কোরিওগ্রাফি, তপন চৌধুরী, কুমার বিশ্বজিৎ ও আইয়ুব বাচ্চুর যৌথ গান, নায়ক ফেরদৌসের সঙ্গে তিন ফটোসুন্দরীকে নিয়ে তিন দশকের তিনটি জনপ্রিয় গানের

মরার কোকিলা বেবি নাজনীন

লিপসিংক, পিএইচডি ডিগ্রি পাওয়া ভায়োলিন বাদক রূপসী মমতাজের ভায়োলিন, বাপ্পা মজুমদার, শাফিন আহমেদ, সুমনা হক ও জুয়েলের গান, ঈশিতার গানের সঙ্গে তার ও লিখনের নাচ, তিশমার মডার্ন গান- এই আইটেমগুলো দিয়ে সাজানো হবে অনুষ্ঠান। মাস দেড়েক আগে থেকেই চলে এর প্রস্তুতি। জুয়েল আইচ বাঁশি বাজাবেন। বাঁশির সঙ্গে থাকবে নাচ। এই নাচের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী আনিসুল ইসলাম হীরুকে আর বাঁশির মিউজিক কম্পোজিশন করবেন ফরিদ আহমেদ। তিনজনে বসে ঠিক করে নিলেন বাঁশির ফরমেটটি। রূপসী মমতাজকে অফার করা হলো ভায়োলিন বাজানোর। কিন্তু এই সময়টা তার থিসিস জমা দেয়ার জন্য দিল্লি যাওয়ার কথা। তিনি শুনেছেন লাক্স-আনন্দধারা মিস্ ফটোজেনিকের অনুষ্ঠান বেশ গর্জিয়াস হয়। সুতরাং চেষ্টা করবেন তার যাওয়া পিছিয়ে দিতে। তিনি কথা রেখেছেন। অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গান করা হবে। গান গাওয়ানো হবে এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন গায়ককে দিয়ে। তপন চৌধুরী, কুমার বিশ্বজিৎ, আইয়ুব বাচ্চু। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা সানন্দেই রাজি হন। আর এই গানটির সুর ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন আইয়ুব বাচ্চু। তিন দশকের তিনটি জনপ্রিয় গান নিয়ে একটি কম্পোজিশনে গান হবে। যার সঙ্গে লিপসিংক করবেন জনপ্রিয় অভিনেতা ফেরদৌস ও তার সঙ্গে থাকবেন তিন ফটোসুন্দরী- চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পপি, মিলা হোসেন ও শুভ্রা দাশ। তিনটি গান নিয়ে কম্পোজিশন করেছেন শওকত আলী ইমন। তিনটি গান ছিল- ঢাকা শহর আইসা আমার, বেদের মেয়ে জোসনা আমায় কথা দিয়েছে ও আসসালামুআলাইকুম বেয়াইন সাব। এর মধ্যে ঢাকা শহর আইসা আমার গানটি নতুনভাবে কম্পোজিশন করা এবং এতে কণ্ঠ দিয়েছেন গানটির মূল শিল্পী শাম্মী আখতার। তিনি ২৪ বছর পর একই গায়কীতে গানটিতে কণ্ঠ দেন। ২৪ বছর আগে এই গানের

সহশিল্পী ছিলেন খন্দকার ফারুক আহমেদ। তিনি এখন জীবিত নেই। তার জায়গায় কণ্ঠ দিয়েছেন পলাশ। লাক্স সুন্দরী ঈশিতা গেয়েছেন একটি গান। নিজের গানের সঙ্গে তিনি নেচেছেন নৃত্যশিল্পী লিখনকে নিয়ে। দেশের শীর্ষ নৃত্য জুটি শিবলী মোহম্মদ ও শামীম আরা নীপা। তারা প্রতিবারই এই অনুষ্ঠানে পারফরমেন্স করেন। এবং এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে চেষ্টা করেন নতুন কিছু উপহার দিতে। এবারও তাই করেছেন। এভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পীই চেষ্টা করেছেন তাদের পারফরমেন্সকে আকর্ষণীয় করে তুলতে।

দশ ফটোজেনিককে নিয়ে আকর্ষণীয় শো'রিল নির্মাণ করেন অমিতাভ রেজা চৌধুরী। এছাড়া পুরো অনুষ্ঠানটি ধারণ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ধ্বনি চিত্র লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে অমিতাভ রেজা চৌধুরী। লাইট এন্ড সাউন্ডের দায়িত্বে ছিলেন ঠান্ডু রায়হান, শামীম, চারু ও ডিজে প্রো এন্ড সাউন্ড ওয়েভস। আর আকর্ষণীয় সেটটি নির্মাণ করেছেন পঙ্কজ নিনাদ।

ক্লোজআপ মিস্ বিউটিফুল স্মাইল : ইশনাত জেরিন উর্মি
সানসিল্ক মিস্ বিউটিফুল হেয়ার : শ্রাবন্তী দত্ত তিন্নী

যেভাবে শুরু

আনন্দধারা ৮৭ সংখ্যায়(১-১৫ এপ্রিল ২০০২) দেয়া হয় ছবি ও আবেদন পত্র চেয়ে বিজ্ঞাপন। ছবি জমা দেয়ার শেষ তারিখ ঘোষণা করা হয় ৩১ মে২০০২-এর মধ্যে। এই সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছবি সহ আবেদনপত্র জমা পরে রেকর্ড পরিমাণের। যার সংখ্যা ৭৯৩৫ টি। রেকর্ড এখানেই শেষ নয়। ছবি আহ্বান করার পর প্রথমদিকে আনন্দধারা দপ্তরে রাখা বক্সটি পূর্ণ হতে থাকে ধীরলয়ে। একটি বাক্স পূর্ণ হতে ৭ থেকে ১০ দিনও লেগে যায়। সময়সীমা যখন শেষের দিকে তখন ঘটতে থাকে বিস্ময়কর ঘটনা। যেহেতু অন্যান্যবারের মতো এবার সময়সীমা বাড়ানো হয়নি তাই শেষের দিকে প্রতিযোগীরা উপচে পড়ে আনন্দধারা দপ্তরে। পোস্টম্যান তো বটেই কুরিয়ার সার্ভিসের লোকও প্রতিদিন গাদা গাদা আবেদনপত্র নিয়ে আসতে থাকেন আনন্দধারা দপ্তরে। প্রায় প্রতিদিনই একটি করে বাক্স ভরে উঠছে। এখানেই শেষ নয়, পোস্টে বা কুরিয়ার সার্ভিসে ভরসা করতে না পেরে প্রচুর প্রতিযোগী বা তাদের প্রতিনিধিরা স্বশরীরে এসে আবেদনপত্র জমা দিয়ে যান। আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখের শেষ ক'দিনে দপ্তরটি ছিল দেখার মতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিযোগীদের ভিড় যেন লেগেই ছিল। কেউ কেউ এসেছেন রাত দশটা/এগারোটা পর্যন্ত। এদের মধ্যে এমনও আছেন ঢাকায় এসেছেন একদিনের জন্য শুধু ছবি জমা দিয়েই ফিরে গেছেন নিজ অবস্থানে। শেষ কয়েকদিন প্রতিদিনে বাক্স বদল করতে হয়েছে সর্বোচ্চ ৫টি। এই সর্বাধিক ছবি থেকে প্রাথমিকভাবে ছবি বাছাই করতে হিমশিম খেতে হয় আয়োজক কর্মীদের। প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয় ৭০০ ছবি। প্রাথমিক নির্বাচন থেকে ছবি তোলার জন্য বাচাই করা হয় ১৫০টি প্রতিযোগীর ছবি। এই ১৫০ জন প্রতিযোগীর ছবি আনন্দধারার নিজস্ব ফটোগ্রাফার তাদের ক্যামেরায় বন্দি করে জমা দিয়েছেন আনন্দধারার সম্পাদকীয় টেবিলে। ফটোগ্রাফার ডেভিড বারিকদার ও তুহিন হোসেন যথারীতি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ছবি তোলার জন্য সময় ব্যয় করেছেন প্রায় দুই মাস। ঢাকা ছাড়া ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বগুড়া, যশোহর, চট্টগ্রাম, সিলেট, পটুয়াখালি, খুলনা, নাটোর, ঝিনাইদহ, ফেনী, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, মাগুরা রংপুর, নওগা, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, রাজবাড়ী থেকে মিস ফটোজেনিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ছবি তোলা হয়। এক কথায় বলা যায় এ দু'জন ফটোগ্রাফার বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই তাদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করেন। নিজস্ব ফটোগ্রাফারের তোলা ১৫০ জন প্রতিযোগীর ছবি থেকে বাছাই করা ৭০ জনের ছবি। সেখান থেকে বিশেষ নির্বাচনে আসে ৩০ জন। এই ৩০ জনের ছবি বাছাই করা হয় চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য।

প্রথম ছয় থেকে ছিটকে পড়ে নিজেকে সামলে নিচ্ছেন চৈতী

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২। সকাল ১০ থেকে সাজ সাজ রব পড়ে যায় ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের বেঙ্গল শিল্পালয়ে। আনন্দধারা, এশিয়াটিক ও লিভার ব্রাদার্সের কর্মীরা ব্যস্ত চূড়ান্ত পর্ব আয়োজনে। আগের দিন রাতে আনন্দধারার শিল্প নির্দেশক তার সহকর্মীদের নিয়ে ৩০ জন প্রতিযোগীর ছবি ঝুলিয়ে দেয় এই গ্যালারীর চারদিকের দেয়ালে। বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি। প্রতিটি প্রতিযোগীর ৭টি করে ছবি। সঙ্গে দেয়া হয়েছে কোড নম্বর, প্রতিযোগীর বয়স, উচ্চতা, শারীরিক মাপ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা। ছবির পাশাপাশি ছিল প্রতিযোগীর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্য একটি ফর্ম। যা প্রতিযোগী ফটোগ্রাফারের সামনে পূরণ করেছেন মেধা যাচাইয়ের জন্য। এই পূরণকরা প্রশ্নমালার ফর্মটি দেখে বিচারকমন্ডলী ছবির পাশাপাশি প্রতিযোগীর মেধা সম্পর্কে একটি সম্মুখ ধারণা পেয়ে যান।

বরাবরের মতো এবারও বিচারকমন্ডলীর তালিকায় ছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয়রা। যারা অন্তত স্ব স্ব পেশায় রয়েছেন শীর্ষস্থানে। বাংলাদেশের বিখ্যাত পেইন্টার, টিভি ব্যক্তিত্ব, ডাক্তার, মডেল তারকা, ফ্যাশন ডিজাইনার, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কর্ণধার, বিজ্ঞাপন নির্মাতা, সঙ্গীত শিল্পী। বিচারক মন্ডলী কোড অনুযায়ী ছবি এবং প্রশ্নমালা পর্বের প্রেক্ষিতে নম্বর দিয়েছেন নিজেদের বিচার বিবেচনায়। বিচাকরদের দেয়া নম্বর যোগ করে তেরি করা হয় শিট। সেই চূড়ান্ত শিট থেকে নির্বাচন করা হয় নম্বর ক্রমনুযায়ী ১৫ জনকে। এই ১৫ জন থেকে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত হয় দশজন। যারা আলোকিত করেন বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র ১১ অক্টোবর সন্ধ্যায়।

ছবি : **তুহিন হোসেন, এন্ড্রু বিরাজ ও আনোয়ার মজুমদার**